দশম অধ্যায়

বুদ্ধি

(Intelligence)

১। বুদ্ধির সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Definition and Nature of Intelligence) :

বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা আলোচনা করব এবং এই সংজ্ঞাগুলির যাথার্থ বিচার করব।

কোন কোন মনোবিদ্ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন। উইলিয়াম স্টার্ন (*W. Stern*) বলেন, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সচেতনভাবে চিন্তার সামঞ্জস্যসাধনের জন্য ব্যক্তির সাধারণ ক্ষমতাই হল বুদ্ধি। উডওয়ার্থ (*Woodworth*) বলেন, 'বুদ্ধি হল এমন ধী (intellect) যাকে কাজে লাগান হয় (Intelligence is intellect put to use)।' কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য বা কোন পরিস্থিতি সামলাবার জন্য মানসিক শক্তিকে প্রয়োগ করা হল বুদ্ধি।' বাকিংহাম (*Buckingham*) বলেন, 'বুদ্ধি হল শিক্ষালাভের ক্ষমতা।' ডিয়ারবর্ন (*Dearborn*) বলেন, 'বুদ্ধি হল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হবার ক্ষমতা।' টারম্যান (*Terman*) বলেন, 'বুদ্ধি হল অমূর্ত চিন্তা করার শক্তি।' এবিংহাউজ (*Ebbinghaus*) বলেন, 'বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা এবং গুণকে মনের মধ্যে একীভূত করার ক্ষমতা হল বুদ্ধি।' আলফ্রেড বিনে (*A. Binet*) বলেন, 'বুদ্ধি হল বোধশক্তির সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবনপটুতা, কোন কাজে অধ্যবসায় এবং সমালোচনামূলক বিচার-শক্তি।' থর্নডাইক (*Thorndike*) বলেন, 'অনুষঙ্গ বা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগসাধনের ক্ষমতাই বুদ্ধি।' থার্সটোন (*Thurstone*) বলেন, 'সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সামাজিক দিক থেকে কার্যকর করে তোলাই হল বুদ্ধির লক্ষণ।' আচরণবাদী ওয়াট্সনের (*Watson*) মতে, 'বুদ্ধি হল গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া।' স্পীয়ারম্যানের (*Spearman*) মতে, "বুদ্ধি হল

বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা

নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করার ক্ষমতা, জ্ঞানের বিষয়ের প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ আবিষ্কারের ক্ষমতা, পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কোন্‌টি অনুরূপ বা কোন্‌টি বিপরীত বলতে পারার ক্ষমতা।" গেস্টাল্ট-মতবাদীরা বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনার সংযোগসূত্র আবিষ্কার করার ক্ষমতাকেই বুদ্ধির লক্ষণ মনে করেন।

সমালোচনা :

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, কোন সংজ্ঞাই বুদ্ধির যথার্থ স্বরূপের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করার জন্য সংজ্ঞাগুলি বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। উইলিয়ম স্টার্ন-এর সংজ্ঞানুযায়ী বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, কিন্তু বুদ্ধিকে কেবলমাত্র বাহ্য-পরিবেশের সঙ্গতিসাধনের ক্ষমতা বলা হলে বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় না। বুদ্ধি শিক্ষালাভের ক্ষমতা একথা বলা হলে বুদ্ধির বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। টারম্যানের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা, অমূর্ত চিন্তা করার জন্য যেমন বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার অর্থ উপলব্ধির জন্যও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। থর্নডাইকের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা, বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করার ক্ষমতাকেই কেবলমাত্র বুদ্ধি বলা চলে না ; বিভিন্ন সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এবিংহাউজের সংজ্ঞা সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ওয়াটসন যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির ব্যাখ্যা দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, সে কারণে তাঁর সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। বুদ্ধি হল মানসিক শক্তি, তাঁকে দৈহিক ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রতিটি সংজ্ঞা বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে

একটিমাত্র বাক্যে বুদ্ধির সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা না করে আমরা বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে বুদ্ধির স্বরূপটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ, বুদ্ধি হল মৌলিক মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা যা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি স্নায়ুতন্ত্রনির্ভর হলেও, কোন দৈহিক প্রক্রিয়া নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি আমাদের বাহ্য-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ করে। অতীত অভিজ্ঞতাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বুদ্ধি আমাদের নতুন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ করে।